ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪২৯৭

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে আজ জিলা পরিষদের দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য। সভায় স্থায়ী কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জল জীবন মিশনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এখন পর্যন্ত ৭৫ হাজার ৮৭৮টি বাড়িতে পাইপলাইনে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এই মিশনে চলতি অর্থবছরে জেলায় ১১টি নতুন গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে। আরও ৭৭টি গভীর নলকূপ খননের কাজ চলছে। তাছাড়া জেলায় এখন পর্যন্ত ৪৫টি গভীর নলকূপ চালু করা হয়েছে। জল জীবন মিশনে জেলায় এখন পর্যন্ত ৭৫টি স্মল বোর চালু করা হয়েছে। ৫৩টি গভীর নলকূপ প্রকল্পের সাথে আয়রন রিম্যুভাল প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে।

সভায় উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জেলায় মুখ্যমন্ত্রী পুষ্প উদ্যান প্রকল্পে শীতকালীন ফুল চাষে ৬৪০টি পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় ভোজ্য তেল উৎপাদন মিশনে জেলার ৪ জন উৎসাহী কৃষককে অয়েল পাম চাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এতে জেলার ৪ হেক্টর জমি অয়েল পাম চাষের আওতায় আসবে। উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের রাজ্য পরিকল্পনায় ৮ জন কৃষককে গ্রিন হাউস নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। নারিকেল উন্নয়ন পর্ষদের প্রকল্পে জেলার ১০৭ জন কৃষককে উন্নত প্রজাতির নারিকেল চাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সভায় মৎস্য দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনায় জেলায় ২,১৮৬ জন মৎস্যজীবীকে মৎস্যচাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সুবিধাভোগী মৎস্যজীবীদের উন্নত প্রথায় মৎস্যচাষে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। এজন্য ব্যয় হয়েছে ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৭০০ টাকা। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় ৪৮ জন মৎস্য বিক্রেতাকে আইস বক্স দেওয়া হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা।

*****